যায়যায়দিন

তারিখ 25 NOV 2006

ক্যাম্পাস ছেড়ে শিক্ষকরা ক্লাস নেন বেসরকারি ইউনিভার্সিটির, কাজ করেন এনজিওতে

মাজিজুর রহমান অনুপ ইবি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী তিন বছরের সেশনজটের ফ্যাকড়ায় পড়েছে। চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতায় লাগাতার বন্ধে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট আরো দীর্ঘায়িত হচ্ছে। তবে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের ক্লাস নেয়ার প্রতি অনীহা, এনজিওতে বেশি সময় দেয়া এবং বেসরকারি ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষকতাকে সেশনজট বাড়ার অন্যতম কারণ বলে দায়ী করেছেন।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮টি বিভাগের মধ্যে নয়টি বিভাগেই এখন পাচটির জায়গায় সাতটি ব্যাচ রয়েছে। বিভাগগুলো হলো, বাংলা, আইন ও মুসলিম বিধান, কমপিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান, ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, ইংরেজি ও বায়ো টেকনলজি অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। এছাড়া আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ, হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা তথ্য পদ্ধতি ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগে এক থেকে দেড় বছর সেশনজট রয়েছে।

সবচেয়ে বেশি সেশনজট চলছে বায়ো টেকনলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে। এ বিভাগে বর্তমানে আটটি ব্যাচ

যেভাবে বাড়ছে ইসলামী ইউনিভার্সিটির সেশনজট

শিক্ষা ছুটি নিয়ে দেশের বাইরে রয়েছেন। তবে ল্যাবরেটরিতে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদির তীব্র সঙ্কটের কারণেই বিভাগটির এ হাল হয়েছে বলে ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেছেন। এ বিভাগের ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম ব্যাচের ১২ জন ছাত্রছাত্রীকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়ো টেকনলজি বিভাগের ল্যাবরেটরিতে গিয়ে তাদের প্রজেক্টের কোর্স করতে হয়েছে।

২০০২-০৩ শিক্ষাবর্ষের আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগের অনার্স তৃতীয় বর্ষে চূড়ান্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি এখনো। অথচ একই বর্ষের প্রায় অন্য সব বিভাগের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়ে গেছে। সেশন জট বিরাজ করছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন্স বিভাগেও। এ বিভাগের ২০০০-০১ সেশনের অনার্স পরীক্ষা আজও শেষ হয়নি।

এদিকে সেশনজট সৃষ্টির কারণ হিসেবে শিক্ষকদের দলীয় রাজনীতি, অ্যাকাডেমি বহির্ভূত কাজে ব্যস্ত থাকা ও বিভিন্ন পদের জন্য ক্লাস ফাঁকি দিয়ে লবিং করাকে দায়ী করলেন শিক্ষার্থীরা। ফলে এক বছরের কোর্স শেষ হতে সময় লেগে যায় দুই থেকে আড়াই বছর। তাছাড়াও পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন, বহিঃপরীক্ষণ ও অন্যান্য অফিশিয়াল প্রক্রিয়া শেষ করে ফল প্রকাশ হতে সময় লাগে প্রায় এক বছর। শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই আবার ঢাকা, রাজশাহীসহ অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও এনজিওতে চাকরি করেন। ফলে মাসের পর মাস তারা থাকেন, ক্যাম্পাসে অনুপস্থিত।

হঠাৎ দু'তিন দিনের জন্য ক্যাম্পাসে আসেন, বেতন তোলেন,